Anandabazar Patrika, dated 08.11.2021

Subsidy: সিএনজি ইঞ্জিন লাগাতে বাস পিছু ভর্তুকি দিন, পরিবহণ দফতরকে চিঠি বেসরকারি বাস মালিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা
কলকাতা ০৮ নভেম্বর ২০২১ ১২:০২

ক্রমবর্ধমান ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে বাস মালিকদের।
—ফাইল চিত্র।

সিএনজি (কমপ্রেসড ন্যাচরাল গ্যাস) ইঞ্জিন লাগাতে বাস পিছু ভর্তুকির আবেদন করে পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বেসরকারি বাস মালিকরা। ক্রমবর্ধমান ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে বাস মালিকদের। সম্প্রতি পেট্রলে পাঁচ টাকা এবং ডিজেলে দশ টাকা শুল্ক কমিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা সত্ত্বেও হাল ফেরেনি বাস মালিকদের। এমন পরিস্থিতিতে বাস ভাড়া বাড়ানো নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। তাই বিকল্প পথে ভাড়া কম রেখে বাস পরিষেবায় ডিজেলের বদলে সিএনজি-র ব্যবহার শুরু করার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ১৭ নভেম্বর এ বিষয়ে পরিবহণ দফতরের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন বাস মালিকরা। ইতিমধ্যে পরিবহণ দফতরের সঙ্গে বেশ কয়েক দফায় আলোচনায় বসে সিএনজি ইঞ্জিন লাগানোর বিষয়ে ইঙ্গিত পেয়েছেন তাঁরা। সেই ইঙ্গিত পেয়েই রাজ্য সরকারের কাছে ভর্তুকির আবেদন করেছেন বাস মালিকরা।

পরিবহণ দফতরের তরফে বাস মালিকদের দু'টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রথমটি 'ডুয়েল ফুয়েল ইঞ্জিন' ও দ্বিতীয়টি 'ডেডিকেটেড সিএনজি ইঞ্জিন'। 'ডুয়েল ফুয়েল ইঞ্জিন'-এর ক্ষেত্রে বাস ডিজেল ও সিএনজি উভয় দিয়েই চালানো যাবে। আর 'ডেডিকেটেড সিএনজি ইঞ্জিন' দিয়ে শুধুমাত্রই সিএনজি চালিত বাসই দিয়ে চালানো যাবে বাসে। বেশির ভাগ বাস মালিকই 'ডেডিকেটেড সিএনজি ইঞ্জিন'-এর পক্ষে। কারণ এই পদ্ধতিতে কম খরচে বেশি দূরত্বে বাস চালানো যায়। বাস মালিকরা আর ডিজেলের ভরসায় বাস চালাতে নারাজ। একেকটি বাসে সিএনজি-র ইঞ্জিন লাগাতে খরচ হবে দুই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। বাস মালিকরা চাইছেন, যেহেতু অতিমারির কারণে তাঁদের আর্থিক অবস্থা বেহাল হয়েছে, তাই নতুন সিএনজি ইঞ্জিন লাগাতে ভর্তুকি দিক রাজ্য সরকার।

Anandabazar Patrika, dated 02.11.2021

CNG Bus: ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস, বাস পরিষেবায় সিএনজি আনার ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা
কলকাতা ০২ নভেম্বর ২০২১ ২০:০৩

বেসরকারি বাস চালাতে ‘ডেডিকেটে সিএনজি ইঞ্জিন’ বসবে বেসরকারি বাসে।
ফাইল চিত্র

ক্রমবর্ধমান ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে বাস মালিকদের। বাস ভাড়া বাড়ানোর দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। এ বার বিকল্প পথে ভাড়া কম রেখে বাস পরিষেবায় ডিজেলের বদলে সিএনজি-র (কমপ্রেসড ন্যাচরাল গ্যাস) ব্যবহার শুরু করার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে রাজ্য সরকার। বাস ভাড়া বৃদ্ধির পাশাপাশি, বিকল্প পথে যাত্রীদের বাস পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে বাস মালিকদের সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে পরিবেশ দফতর। উৎসবপর্ব মিটে গেলেই বাস মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকেই ডিজেলের বদলে বাস সিএনজি দিয়ে চালানোর বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা হবে।

পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, বাস মালিকদের দু'টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি ‘ডুয়েল ফুয়েল ইঞ্জিন’ ও দ্বিতীয়টি ‘ডেডিকেটে সিএনজি ইঞ্জিন’। ‘ডুয়েল ফুয়েল ইঞ্জিন’-এর ক্ষেত্রে বাস ডিজেল ও সিএনজি উভয় দিয়েই চালানো যাবে। আর ‘ডেডিকেটেড সিএনজি ইঞ্জিন’ দিয়ে শুধুমাত্রই সিএনজি চালিত বাসই দিয়ে চালানো যাবে বাসে। বেশির ভাগ বাস মালিকই ‘ডেডিকেটেড সিএনজি ইঞ্জিন’-এর পক্ষে। কারণ এই পদ্ধতিতে কম খরচে বেশি দূরত্বে বাস চালানো যাবে। বাস মালিকরা আর ডিজেলের ভরসায় বাস চালাতে নারাজ।

পরিবহণ দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, একেকটি বাসে সিএনজি-র ইঞ্জিন লাগাতে খরচ হবে দুই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। বাস মালিকরা চাইছেন, যেহেতু অতিমারির কারণে তাঁদের আর্থিক অবস্থা বেহাল হয়েছে। তাই নতুন সিএনজি ইঞ্জিন লাগাতে ভর্তুকি দিক রাজ্য। বাস মালিকদের এমন প্রস্তাবে রাজি নয় পরিবহণ দফতর। রাজ্য আংশিক ভর্তুকি দেওয়ার পক্ষে। তাই বাস মালিকদের সঙ্গেই এ বিষয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে পরিবহণ দফতর। সাবার্বান বাস সার্ভিসেস-এর পক্ষে টিটো সাহা বলেন, “আমরা চাই ‘ডেডিকেটেড সিএনজি ইঞ্জিন’ লাগিয়ে কম খরচে বাস পরিষেবা দিতে। এ বিষয়ে পরিবহণ দফতর আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চাইছে। আমরা আলোচনার টেবিলেই আমাদের সব দাবি নিয়ে সরব হব।”

Times of India, dated 12.11.2021

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Kolkata to have CNG and e-vehicles by 2030

Kolkata: As a first step to convert Kolkata and it's three satellite towns -- Rajarhat, Bidhannagar and New Town into eco-friendly cities, the state government has decided that the state capital will have only CNG and e- vehicles by 2030.

Speaking in a recent meeting, the state Transport Minister Firhad Hakim said, "Since 2011, plans have been made to create a smart city, a green city in the state. The city has long had an eco-friendly tram and an underground metro. Plans are there to launch electric buses. Already 300 government buses in Kolkata have been converted to CNG".

"Presently 100 electric buses are plying in Kolkata and the state government plans to introduce more than 1,000 CNG buses on the city roads soon," the outgoing Mayor of Kolkata Municipal Corporation said

"We have prepared a detailed transport plan. We will gradually phase out fossil fuel-run vehicles from the city, and replace the fleet with compressed natural gas and electric-run vehicles," Hakim said.

"Autos will also run on CNG and electricity." Hakim said adding that the state government planned to set up 3,500 charging stations in greater Kolkata and promised that piped CNG would reach the city in two years. "For private electric vehicles, we may consider a tax cut to encourage the switch," he added. Kolkata is one of the more polluted cities in India and much of the filthy air is because of diesel-driven public transport.

Though environment experts pointed out that the government had often not shown the promptness that Hakim promised to hold out, the state transport minister assured that the government is keen to introduce environment friendly public transport to give the city a cleaner and greener environment.

New Town has already been identified as a Green City. The state government has made every effort to make the entire New Town eco-friendly. Solar panels, separate bicycle tracks, public bicycle sharing systems, green buildings, electric charging stations are also being constructed.Hakim said that plans have been made to build Kolkata and New Town model cities in the first phase and this model will then be replicated for other cities in the state also.

Times of India, dated 11.11.2021

Green fuel to power entire city public vehicle fleet by 2030

Krishnendu.Bandyopadhyay
@timesgroup.com

Kolkata: The city's entire public transport will run on clean fuel — electricity, liquefied petroleum gas (LPG) and compressed natural gas (CNG) — by 2030, said state's transport minister Firhad Hakim on Wednesday. By public transport, he meant the bus fleet — both private and state transport undertakings (STUs), taxis and autos. This is certainly an ambitious departure from his earlier stance, when he set a 2030 target for the entire STU fleet to be EV only.

Hakim was speaking at a panel discussion on accelerating electric mobility with green jobs and gender parity organised by Bengal Chamber of Commerce and Industry. While detailing the success story of e-vehicles in public transport, Hakim said, "100 electric buses are plying in the city. STUs will be acquiring 1,000 more e-buses shortly, besides the only surviving tram network which has been operational since 1880. Also, 300 STU diesel buses are being converted into dedicated CNG buses."

The possibility of CNG supply through a pipeline has gained momentum after intervention of the National Green Tribunal. "We will also convert the entire fleet of private buses to dedicated CNG buses in a phased manner."

Significantly, the state is actively thinking of giving financial aid for facilitating the shift from diesel to CNG. The promised shift will do enormous good to the city's environment, as well to India's commitment to keep global warming to 1.5°C above pre-industrial level and to secure net-zero emission by 2050. The state has set an ambitious target to be among the top three best states in India in terms of electric mobility penetration by 2030.

Director general of International Solar Alliance Ajay Mathur appreciated the state's ambitious move towards cleaner fuel and said, "Adoption of electric vehicles will generate jobs double that of IC engine vehicle manufacturing and it will facilitate higher mobility of women."

The Bengal government in its EV policy targeted 10 lakh EVs combined across all segments by 2030 with 1 lakh charging stations. In the EV policy, Kolkata, Asansol, Darjeeling and Howrah have already been declared model EM cities with phase-wise goals to adopt EV charging and hydrogen refuelling infrastructure and new EV-enabling building codes, where at 20% parking must be earmarked for EVs. The policy declared the intercity electrification of green routes with a target to promote intercity electric mobility penetration for Kolkata-Asansol and Kolkata-Digha routes. Rapid chargers will be deployed at an average distance of 25km, catering to electric buses and heavy-duty vehicles.

SETTING THE WHEELS IN MOTION

Biplab Bhattacharjee

Vehicles on cleaner fuels in the Kolkata Metropolitan area	
5,895	Petrol hybrid
4,254	Diesel hybrid
35,999	E-rickshaw
1,240	Electric two-wheeler
93	Electric 4-wheeler
24	Electric truck
100	Electric bus
70,000	Auto (LPG)
20	Tram

Public transport running entirely on diesel

7,000 Private and STU bus

50,000 Cab

At present, 100 electric buses ply in the city

"STUs will be acquiring 1,000 e-buses shortly, besides the only surviving tram network which has been operational since 1880. Also, 300 STU diesel buses are being converted into dedicated CNG buses"

Firhad Hakim | STATE TRANSPORT MINISTER

Times of India, dated 19.11.2021

CNG pipe-laying hits land hurdle

Krishnendu.Bandyopadhyay
@timesgroup.com

Kolkata: The state has pinned hopes on an uninterrupted supply of CNG through pipes for fuelling its mammoth transport system. However, a status report of land acquisition for laying a pipeline for CNG supply revealed the project remains a distant dream.

Currently, a limited amount of CNG is being supplied in cylinders and transported by trucks, pushing up its cost in the city. The pipeline laying received a fillip after NGT intervened following the case filed by green activist Subhas Datta. But, the status report submitted by the district administration revealed that land acquisition is unlikely to be complete before next August, after which the pipeline laying work would resume.

The eastern regional bench of Justice Amit B Sthalekar (judicial member) and Saibal Gupta (expert member) ordered the ministry of petroleum and natural gas to file an affidavit on the pending issues relating to notification for acquisition of right of user in land. The bench also directed Gas Authority of India Ltd. (GAIL) to file its affidavit on the action taken with respect to the districts concerned in which mouzas with land valuations have been handed to GAIL before January 6, the next date of listing.

Since 5.7km of the pipeline will pass through the forest area in Purulia, the bench has directed the ministry of environment, forest and climate change to file its reply addressing these issues.

সিএনজি-তে জোর ক্যাবে

এই সময়: জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলকাতার অনলাইন ক্যাব পরিষেবা দেওয়া গাড়িগুলিকে ক্রমশ সিএনজি-নির্ভর গাড়িতে রূপান্তর করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন গাড়ির মালিকরা। এই প্রসঙ্গে অ্যাপ ক্যাব গাড়ির চালকদের সংগঠন, অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ডের তরফে ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'এতে সব দিক থেকেই সাশ্রয়। ডিজেলে গাড়ির মাইলেজ ১৫ কিলোমিটার, সিএনজি-তে ২০। আবার ডিজেলের চেয়ে সিএনজি অনেক সস্তা।'

তবে গাড়ির মালিকরা জানাচ্ছেন, ডিজেল-চালিত এক-একটা গাড়িকে সিএনজি-চালিত গাড়িতে পাল্টাতে গড়ে ৪০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এখন যা অবস্থা, তাতে এতটা টাকা এক লপ্তে বের করা কষ্টকর। কিন্তু যাঁরা পারবেন, তাঁদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে সিএনজি সব সময়েই লাভজনক।

সিএনজি করতে ভর্তুকি চাইছেন বাস মালিকেরা

এই সময়: ডিজেল চালিত বাসের মালিকরা যাতে সিএনজি ইঞ্জিন লাগাতে পারেন, সে জন্য বাসপিছু ভর্তুকি দেওয়ার কথা ভাবছে পরিবহণ দপ্তর। সিএনজি গ্যাস ভরার পরিকাঠামোও বাড়াবে সরকার। বর্তমানে রাজ্য নিউ টাউন ও গড়িয়া ছাড়া সিএনজি গ্যাস ভরার জায়গা নেই। তবে বাস মালিকদের সংগঠনগুলির বক্তব্য, তাড়াতাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি হোক। কেননা, ডিজেল-চালিত বাস সিএনজি করতে যে সময় লাগবে, তার মধ্যে ভাড়া না বাড়লে আরও বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আগামী ১৭ নভেম্বর বাস মালিকদের সঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বৈঠকে বসতে চলেছেন বলে খবর। সেখানে ভাড়া বাড়ানোর পাশাপাশি ডিজেল-চালিত বাসগুলির ইঞ্জিন সিএনজিতে বদল করার জন্য সরকারের থেকে ভর্তুকির আবেদন রাখবেন মালিকেরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি সংগঠন এ নিয়ে চিঠিও দিয়েছে।

এদিন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা বৈঠকে বসেছিলেন। সূত্রের খবর, সেখানে ঠিক হয়েছে বাস মালিকদের দু'টি প্রস্তাব দেওয়া হবে। প্রথম প্রস্তাবটি হলো, বাস যাতে ডিজেল ও সিএনজি উভয় দিয়েই চালানো যায় সেই ব্যবস্থা করার। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হলো, সিএনজি দিয়েই বাস চালানো। তবে, বর্তমানে যে ভাবে ডিজেলের দাম বাড়ছে তাতে অধিকাংশ বাস মালিকই শুধুমাত্র সিএনজিতে বাস চালানোর পক্ষে। কারণ, সিএনজিতে কিলোমিটার পিছু ১০ টাকা খরচ কম। অল বেঙ্গল বাস ও মিনিবাস সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সিএনজি ছাড়া রাস্তা নেই। তবে, মালিকদের পক্ষে এই মুহূর্তে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ইঞ্জিন বদল করা সম্ভব নয়।'

বুধবার একাধিক সংস্থার মুখোমুখি পরিবহণ সচিব

কত খরচ কমবে, হিসাব করেই সিএনজি রূপান্তর

এই সময়: ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির গ্রাফ যেভাবে চড়ছে তাতে দিশেহারা যাত্রী পরিবহণের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ আনতে সিএনজিকে পাখির চোখ করে এগোতে চায় রাজ্য। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত খরচ কী হবে, তা নিয়েই আগামীকাল, বুধবার পরিবহণ সচিব রাজেশ সিনহা বৈঠক ডেকেছেন। এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম (ডব্লিউবিটিসি) ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এসবিএসটিসি)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চালু ডিজেল গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তরকারী ভেন্ডার সংস্থাগুলিকে ডেকেছেন। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার বুঝে নিতে চায় একগুচ্ছ চালু বাসকে ডিজেলের বদলে সিএনজি দিয়ে চালাতে গেলে প্রযুক্তিগত খরচ কত হবে। গত সপ্তাহেই পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সরকারি ও বেসরকারি বাসের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন করে সিএনজিতে চালুর কথা বলেছিলেন 'এই সময়'কে।

সরকারি বাসের সঙ্গে বেসরকারি বাসকেও এই ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে যাতে সাহায্য করা যায়, তার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের কথায়, কলকাতা ও শহরতলির ৯৫ শতাংশ যাত্রী পরিবহণ বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে। এর মধ্যে আদালতের নির্দেশে নতুন বাস পথে নামার সঙ্গে কবে তাদের 'মৃত্যু' হবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ২০২২ থেকে ২৫ সালের মধ্যে কলকাতা ও শহরতলির চালু বাসের একটা বড় অংশের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হবে এবং বাতিলের খাতায় নাম লেখাবে। তাই বেসরকারি বাসকে সিএনজিতে রূপান্তর করার সুযোগ দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারকে ভাবতে হচ্ছে, অল্প সময়ের জন্য এত টাকা খরচ করা কতটা লাভদায়ক হবে।

কিন্তু বাস সিএনজিতে রূপান্তর করলে জ্বালানির সঙ্কট হবে না তো?

[illegible]

বাসে সিএনজি এনে বিকল্প পথের খোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা

ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেসরকারি বাসের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে টানাপড়েন চলছে। এই অবস্থায় ডিজেলচালিত বেসরকারি বাস ও মিনিবাসকে সিএনজি-তে পরিবর্তন করে সমাধান খোঁজা শুরু করল রাজ্য সরকার।

বুধবার কসবায় পরিবহণ ভবনে বেসরকারি বাসমালিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক করেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পরে রাজ্যের পরিবহণ সচিবের উপস্থিতিতে নিগমের কর্তাদের সঙ্গে সিএনজি বাসের প্রযুক্তি সরবরাহকারী বিভিন্ন সংস্থারও বৈঠক হয়। একসঙ্গে অনেক বাসকে বাণিজ্যিক হারে সিএনজি-তে পরিবর্তন করলে কী ভাবে খরচ কমানো যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়।

এ কাজে বাসপিছু আনুমানিক খরচ জানতে পারলে তার একাংশ অনুদান হিসাবে মালিকদের হাতে দেওয়া যায় কি না, সেটিও সরকার বিবেচনা করছে বলে জানান ফিরহাদ। তিনি বলেন, "ভাড়া বৃদ্ধির পথে না গিয়ে বিকল্প উপায় খোঁজার চেষ্টা করছে রাজ্য।" প্রসঙ্গত, রাজ্য পরিবহণ নিগম এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের দু'টি করে ডিজেলচালিত বাস পরীক্ষামূলক ভাবে সিএনজি-তে বদলে চালানো হচ্ছে। চলতি বছরেই দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১০০টি এবং রাজ্য পরিবহণ নিগমের ৩০০টি বাস সিএনজি-তে পরিবর্তনের কথা রয়েছে।

এ দিন পরিবহণমন্ত্রী 'বাস-মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক প্রদীপনারায়ণ বসুর সঙ্গে কথা বলেন। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যায় মালিকদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন মন্ত্রী। তিনি জানান, কালীপুজোর পরে বাসমালিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আবার বৈঠক হবে। ডিজেলচালিত বাসকে বৈদ্যুতিক বাসে পরিবর্তন করার চেষ্টাও হবে।

ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিআরএম (ইলেকট্রিক্যাল)/ ইসিআর/ ধানবাদ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

ই-টেন্ডার নং ইএল/১৫/ওপেন/২০২১-২২, **ক্রঃ নং (১) কাজের নাম মায় অবস্থান ও কাজ শেষ করার মেয়াদ:** বিআরডব্লুডি-বারওয়াডিহ-তে ৩৩ কেভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিডার সহ ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার সাবস্টেশনের ব্যবস্থা (শেষ করার মেয়াদ: ০৬ মাস), **ক্রঃ নং (২) কাজের আনুঃ ব্যয়:** টাঃ ১,৮১,৬৫,৮৩৮.১৪, **ক্রঃ নং (৩) বায়না জমা:** টাঃ ০.০০

ই-টেন্ডার নং ইএল/১৬/ওপেন/২০২১-২২, **ক্রঃ নং (১) কাজের নাম মায় অবস্থান ও কাজ শেষ করার মেয়াদ:** নিম্নোক্ত সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ (ক) ধানবাদ স্টেশনে সিঅ্যান্ডডব্লু অফিস নির্মাণ (খ) এসডিবিএইচ এবং পিইএইচ: এইএন/২/ডিএইচএন অধীন এসডিবিএইচ ও পিইএইচ-তে ৩.০ মিঃ চওড়া এফওবি সহ ১.৮ মিঃ চওড়া পুরাতন ও অ্যাবসোলিউট এফওবি বদল (শেষ করার মেয়াদ: ০৬ মাস), **ক্রঃ নং (২) কাজের আনুঃ ব্যয়:** টাঃ ১৬,৯৮,৯৩৩.৬৪, **ক্রঃ নং (৩) বায়না জমা:** টাঃ ০.০০

• **ই-টেন্ডার দাখিলের ও ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ই-টেন্ডার বন্ধ: ০১.১২.২০২১ বেলা ১১.০০টা। ই-টেন্ডার খোলা ০১.১২.২০২১ বেলা ১১.০০টার পর

• **ওয়েবসাইটের বিবরণ:** ওয়েবসাই **https://www.ireps.gov.in** উপরো ই-টেন্ডার মূলে ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য ক হইবে না।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইলেই
ই.সি. রেলওয়ে, ধান

PR/01117/DHN/EGEN/T/21-22/4